কুষ্টিয়ায় বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার, আটক-২

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে নিখোঁজ হওয়ার ২৮ দিন পরে পুকুর থেকে মমতাজ বেগম (৫৫) নামের এক নারীর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার বিকালের দিকে মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের দক্ষিণ কাটদহ এলাকার একটি পুকুর থেকে এ মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মমতাজ বেগম ওই এলাকার মৃত ফজল বিশ্বাসের স্ত্রী। এ ঘটনায় হত্যার দায়ে মমতাজ বেগমের ছেলে মুন্না (২৮) ও দক্ষিণকাটদহ এলাকার ইয়াসিনের ছেলে রাব্বিকে আটক করে পুলিশ।
পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ এসে পুকুর থেকে বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম সান্টু জানান, তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং স্বামী ফজল বিশ্বাসের মৃত্যুর পরে ছোট ছেলে মুন্নাকে নিয়ে বসবাস করতেন মমতাজ বেগম। ২৮ দিন ধরে মুন্নার মা মমতাজ বেগম নিখোঁজ ছিলেন।
কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, হত্যার কারণ সম্পর্কে এখনো তেমন কিছু জানা যায়নি, পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

একজন মানবিক করোনাযোদ্ধা কুষ্টিয়ার আসাদুল ইসলাম

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকে করোনা পজিটিভ আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়ে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করে যাওয়া এক যুবকের নাম মো: আসাদুল ইসলাম। কুষ্টিয়ায় গড়ে ওঠা বেসরকারি স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র সনো হসপিটাল’র সিনিয়র ব্রাদার পোস্ট হিসেবে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দায়িত্ব

পালন করছেন তিনি।
আসাদুল ইসলাম করোনাকালীন বিভিন্ন জায়গায় করোনা রোগীদের চিকিৎসা ঔষধ পথ্য সেবা দিয়ে এসেছেন। চিকিৎসকের নির্দেশে তিনি এসব রোগীদের সেবার জন্য এ পর্যন্ত ৭৫ জন রোগীদের সেবা দিয়েছেন তিনি। তারা সবাই সুস্থ্য হয়ে উঠেছেন।
এ কাজে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তারপরেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানুষের সেবায়। এখন পর্যন্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।
তবে তার এই সেবার বিষয়ে তিনি বলেন, আমি মানুষের সেবায় কাজ করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এই করোনাকালীন আবার করোনা ভাইরাস পজিটিভ মানুষকে সেবা করার মতো কঠিনতম কাজও আমি করেছি। আর এই কাজের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা: নাসিমুল বারী বাপ্পী ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির। কোন কিছু পাওয়ার আশায় নয়, একেবারেই মানবিকতার বোধ থেকে আমি তাদের পাশে ছিলাম। সুস্থ্য করার জন্য দায়িত্ব পালন করেছি। তাদের সেবা করার চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতেও সেবা করবো। অক্সিজেন দেওয়াসহ বিভিন্ন ঔষধ খাওয়ানো এবং সেবা দিয়ে আসা ছিলো তার দায়িত্ব।
সরাসরি করোনা রোগীর সেবার ব্যাপারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনায় আক্রান্ত হলে মানুষ যে কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার নির্মম উদাহরণ ছিলাম আমি। আমার নিজেরও করোনা হয়েছিলো। তখন আমার প্রতিবেশী আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছিলো। সে সময় আমি ছাদে পোষাক নাড়তে গেলে আমাকে নিষেধ করা হতো। আমাকে বন্দী থাকতে বলা হতো। করোনার থেকে মানুষিক যন্ত্রণাটা আমাকে কুঁরেকুঁরে খাচ্ছিলো।
পরে আমি সুস্থ্য হয়ে এই করোনা রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। কুষ্টিয়ার অনেক করোনায় আক্রান্ত অসুস্থ্য রোগীর বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস দিতাম। রোগীর দেখভাল করা, ঔষধ খাওয়ানো, অক্সিজেন দেওয়া, অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজের মাপা, তাপমাত্রা মাপা, খাবার দেওয়া, শরীরে ইনজেকশন পুশ করাসহ সার্বিক খোঁজখবর নেওয়া দায়িত্ব ছিলো আমার।
এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখতাম সেসব করোনা রোগীরা কত অসহায়। পরিবার পরিজনরা কাছে আসতে চায় না। দূরে দূরে থাকে। খাবার দিতে চাইনা। ওয়ান টাইম প্লেটে ও গ্লাসে পানি পান করতে দিতো তাদের। এসব কষ্ট আমাকে কষ্ট দেয়।
মানুষের সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলার ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও এই বিপদের সময় করোনায় আক্রান্ত মানুষের

সেবায় আমি কেবল দায়িত্ব পালন করেছি।
তিনি বলেন আমি মানুষ হয়ে যদি মানুষের উপকারে না আসি তাহলে আমি কিসের মানুষ? যোগ করেন তিনি।
করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ্য হয়ে ওঠে কুষ্টিয়া শহরের ব্যবাসায়ী বাবু অজয় সুরেকা বলেন, করোনার সময়ে মানুষের চিকিৎসা সেব দিতে ভয় পাচ্ছিলেন অনেক চিকিৎসক। সেখানে আসাদুল সত্যি তার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমি নিজেও আক্রান্ত ছিলাম। খুব ভয় পেয়েছিলাম সে সময়। তিনিই আমার পাশে এসেছিলেন। আমার ঔষধ থেকে শুরু করে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমাকে সেবা সহযোগীতা করছে। এতে করে তার কোন বিশেষ চাহিদাও ছিলো না। যদি সত্যিকারের করোনা যোদ্ধা হিসেবে কেউ থাকে তাহলেই এই আসাদুলের নামই আগে আসবে। নারী বাতায়নের সভাপতি সাফিনা আনজুম জনী বলেন, আমরা করোনাকালীন ফাইন্ড এ ফরচুন ও নারী বাতায়ন সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম করতে গিয়েও করোনা রুগীদের সেবার জন্য এই আসাদুল ইসলামের স্বরব উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি। তিনি নিজেই ছুটে গেছেন জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় করোনার রোগীদের বাড়ি বাড়ি সেবা করার জন্য। সত্যি সে মানবিক কাজ করেছে এই সময় পর্যন্ত।
কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির বলেন, সত্যি আসাদুল ইসলাম ব্রাদার হলেও তিনি এ করোনাকালীন সময়ে অনেক রোগীকে সেবা করেছে। তর জন্য আমাদের হাসপাতালের অনেক চাপ কমেছিলো।

কুষ্টিয়ায় কসমেটিকসের গোডাউনে আগুন, কোটি টাকার ক্ষতি

কুষ্টিয়া শহরের বড়বাজারে একটি কসমেটিকসের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের মোট চারটি দল কাজ করেছে। প্রায় তিন ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের বড়বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সরু গলি সড়ক আর পানি স্বল্পতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। গুদামে গ্যাস লাইট, লাইটার, বডি স্প্রেসহ বিভিন্ন কসমেটিকস

পণ্য ছিলো।
স্থানীয়রা জানান, তিন তলাবিশিষ্ট বড়বাজার মসজিদ মার্কেটের দুই তলায় জাহাঙ্গীর কসমেটিকস স্টোর নামক দোকানের গুদাম ঘরে এই আগুন লাগে। বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটের দিকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। নিচতলায় নিজের দোকানে বসে সিসি ক্যামেরার ভিডিও দেখে জাহাঙ্গীর আলম গুদামের আগুন টের পান। দ্রুত এসে তিনি ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেবার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু যত সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধোঁয়া বাড়তে থাকে। কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিস দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক রফিকুল ইসলাম জানান, সরু গলি হওয়ায় দূরে গাড়ি রেখে তারা পাইপের মাধ্যমে পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। পানি শেষ হয়ে গেলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আশপাশে সহজে পানি পায়নি। খবর দেওয়া হয় কুষ্টিয়ার উপজেলাগুলোর ফায়ার সার্ভিস দলকে।
পরবর্তিতে আরও তিনটি ইউনিট এসে যোগ দেয়। তবে পানি যোগানে স্বল্পতা, সরু গলির সড়কে জায়গা না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে অনেক সময় লেগেছে। পরে ছাদ ভেঙ্গে সেখান দিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ভেতরে ঢুকে পানি ও গ্যাস দিয়ে তিন ঘণ্টার প্রাণপণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কিভাবে আগুন লেগেছে এখন পর্যন্ত তা জানা যায়নি। আগুন লাগার সময় গুদামে কেউ ছিল না বলে জানা গেছে। দোকানি জাহাঙ্গীর বলেন, তার গুদামে কোটি টাকার বেশি মালামাল ছিল।

ইবিতে হল খোলার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল না খোলা পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা। বেলা ১১টায়

ডায়না চত্বর থেকে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তারা এ কর্মসূচী অব্যহত রাখে।

এরআগে, রবিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালামের সঙ্গে আলোচনা করেন শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা।

আলোচনা শেষে তারা জানান, হল খোলার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। সেই মিছিল শেষে প্রতিটি হলের সামনে হল না খোলা পর্যন্ত তারা অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।

এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, উপাচার্য আরও বলেন, ‘আমরা চাইলেই হল খোলার ঘোষণা দিতে পারছি না। এ সিদ্ধান্তটা আমাদের হাতে নেই। এ সপ্তাহ শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমাদের মিটিং আছে।

সেখানে তোমাদের এ যৌক্তিক দাবিগুলো সরকারকে জানাবো। যাতে করে সরকার খুব তাড়াতাড়ি আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়ার অনুমতি দেন। তবে আশা করছি অচিরেই আমরা কোনও নির্দেশনা পাবো।’

ইবির প্রো-ভিসির বিদায় সংবর্ধনায় ভিসি- বিদায় মানে আসলে বিদায় নয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আসদুস সালাম বলেছেন, বিদায় মানে আসলে বিদায় নয়। বরং ফুলেল শুভেচ্ছাসহ তাকে আমরা যেভাবে বিদায়ী অনুষ্ঠানে অলংকরণ করলাম এতে করে ব্যাথিত না হয়ে বরং আনন্দে উদ্বলিত হওয়া উচিৎ।

সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনের সম্মেলন কক্ষে দু’ মেয়াদে প্রো-উপাচার্যের দায়িত্ব সফলভাবে সম্পাদন করায় অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান কে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধিতে কাজ করতে চাই।সবুজে ঘেরা এই বিশ্ববিদ্যালয় সত্যি গর্বের। এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয় করে প্রতিষ্ঠানের শ্রী বৃদ্ধিতে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

অনুষ্ঠানে সভাপতি কলা বিভাগের ডিন ও আয়োজক কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ বলেন, সব পাখি ঘরে ফেরে। তেমনি ড. শাহিনুর রহমান ঘরে ফিরছে। প্রফেসর শাহিনুর রহমানকে আমি ৩৭ বছর ধরে চিনি।শাহীন রহমান যে দক্ষতা দেখিয়েছে সেটি আজ ফিরে এলো ফুলেল শুভেচ্ছা আর ক্রেষ্ট এর মাধ্যমে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি আসলে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়, সাদরে বরন করার সময় ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হলেও বিদায়বেলায় বিষাদে ভরে থাকে। আয়োজন না থাকায় তাচ্ছিল্য হয়।এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ম্লান হয়, তারা (ভিসি) যখন অনৈতিক কাজ করে, দূর্নীতি করে তার দায়ভার আমাদের উপর বর্তায়।

এই ভিসির আগ্রহে এখানে আজকের প্রো-ভিসির বিদায় অনুষ্ঠানের যে আয়োজন শুরু হলো। এভাবেই এখানকার শিক্ষকদের বিদায় হওয়া উচিত সম্মানের সাথে। সম্মান নিয়ে বিদায় নেওয়াটা মানেই কিন্তু আনন্দের। আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত। আসুন আমরা সেই থেকে প্রসস্থ করি, উজ্জল করি। তাই আজকের এই আয়োজনের জন্য ভিসির প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমরা আগামীতে এই ভিসির বিদায়েও যেন ফুলেল শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে বিদায় দিতে পারি।

বিদায়ী প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান বলেন, আজকের এ দিনটি আমার জীবনের স্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন বিভাগ আমাকে বিদায় জানাতে এসেছেন এটা অভূতপূর্ব। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই দক্ষ। কেবল তাদের আপনি (ভিসি) গড়ে তুলবেন এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে চলতে পারলে এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভাবনার পথে, সাফল্যের পথে বহুদূর এগিয়ে যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, দুই মেয়াদে শেষ হলো আমার দায়িত্ব।আমি আমার ঘরে ছিলাম আমি ঘরেই আছি। আজকের এই বিদায়ের মধ্য দিয়ে কেবল আমার কর্ম পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। আমার শিক্ষার্থীরা আমার হৃদয়ের প্রাণের স্পন্দন। এই

বিশ্ববিদ্যালয়টি আমার মা। আমি ক্লাস নিতে আবার আমার বিভাগে আমি ফিরে যাবো। আপনাদের সাথে ছিলাম আপনাদের সাথেই আছি।

আমি যা করেছি, সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি আমার সহকারী ও শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। আজকের এই দিনে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তিনি আরও বলেন, আমাদের ভিসি আলোকিত এবং বড় মনের মানুষ। আমার বিদায়ী অনুষ্ঠানে এতো সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করায় আমি ভিসির কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রসঙ্গত, অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান ১৯৯১ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন।এরপর ১৯৯৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আবারো ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে পুনরায় উপ-উপাচার্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তিনি আজ অবধি উপ-উপাচার্য হিসাবে কাজ করছেন।

ইংরেজি বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালনসহ ফোকলোর স্টাডিজ ও সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

মিরপুরের মশানে ওয়েব অরমিক্স ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান বাজারে ওয়েব অরমিক্স ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে মশান বাজারের রূপালী ব্যাংকের নিচতলায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মমিনুল হক ফিতা কেটে এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, বেকারত্ব দুর করতে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই। আজকের এই প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনী কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকা ও আশপাশ এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবকদের কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইনসহ কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ এর মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। কারণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে অবশ্যই কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচন ঘটবেই। আমি এই প্রতিষ্ঠান সাফল্য কামনা করি।

ওয়েব অরমিক্স ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোঃ নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও এডমিন নুপুর নাহার বিশ্বাস (লাবনী)’র সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খন্দকার লুৎফর রহমান, রবিউল আলম মুকুল, নাসির উদ্দিন বিশ্বাস, মাসুম আলীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েব অরমিক্স ইনস্টিটিউটের এডমিন নুপুর নাহার বিশ্বাস (লাবনী) বলেন, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত এ প্রতিষ্ঠানে ৩/৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ৬ মাস মেয়াদী গ্রাফিক্স ডিজাইন, ১/২ মাস মেয়াদী প্রাইভেট কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও ২ মাস মেয়াদী ইংলিশ স্পোকেন এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

টিকা নিলেন উশু এসোসিয়েশন কুষ্টিয়ার সভাপতি/সম্পাদক

কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ করেছেন উশু এসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি এসএম জামাল ও সাধারন্ সম্পাদক মো: বিপুল হোসেন।

শনিবার সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে তারা এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

টিকা নেওয়ার পর উশু এসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি এসএম জামাল বললেন, “এখন টিকা নেওয়াটা সবার জন্য জরুরি হয়ে গেছে। বিশেষ করে নিজের শরীরের জন্য।একই সাথে আরও মানুষকে টিকা নিতে উদ্বুদ্ধ

করারও আহবান জানান তিনি।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের টিকাদান কেন্দ্রে পৌঁছান। এসময় সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মো: বিপুল হোসেনও সাথে ছিলেন।

টিকা নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, টিকাদান ব্যবস্থাপনা ‘খুবই সুন্দর’ ছিল।বিশেষ করে লাইনেই দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পরেই স্লিপে প্রয়োজনীয় তথ্য পুরণ করে টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে সহজেই টিকা নিতে পেরেছি। এর সাথে যারাই এর সঙ্গে জড়িত আছেন (টিকাদান কার্যক্রম) তাদেরকে উশু এসোসিয়েশন এর তরফ থেকে স্যালুট।”

সাধারণ সম্পাদক মো: বিপুল হোসেন বলেন, “এখানে আমার অভিজ্ঞতাটা খুব ভালো ছিল। শুধু আমার না, যারা নিজে থেকে রেজিস্ট্রেশন করে টিকা নিয়েছেন, তাদেরও টিকা দেওয়ার প্রসেসটা খুবই ভালো ছিল।”

দেশে করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়ার এই ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানিয়ে বিপুল হোসেন বলেন, “আমরা আসলে লাকি যে টিকাটা আমরা পাচ্ছি। উন্নত অনেক দেশেও এই পরিমাণ টিকা এখনও দেওয়া হচ্ছে না।”

প্রসঙ্গত, গত ৭ ফ্রেব্রুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত ৩০ হাজার ৫৬১ জন কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন এরমধ্যে ২১ হাজার ৮৫৮ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন।

কুষ্টিয়ায় শিল্পকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

আলোচনা সভা, কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়ায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে জেলা শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয়ে

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

এরপর আলোচনা সভা, কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিরুল ইসলাম।

এ সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমির সহ-সভাপতি নজু, যুগ্ম-সম্পাদক শহীদুর রহমান রবি, শাহীন সরকার, জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, প্রশিক্ষক টিপু সুলতান, কোহিনূর খানম, সুশান্ত কুমার বিশ্বাসসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে সমবেত সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে একাডেমির শিল্পীরা।

উল্লেখ্য, শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ছয়টি বিভাগ নিয়ে গঠিত।

নারীদেরও করোনার ভ্যাকসিন নেওয়ার আহবান নারী নেত্রীদের

গুজবে কান না দিয়ে সকল পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও করোনার ভ্যাকসিন গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন কুষ্টিয়ার নারীনেত্রী হাটশ হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম শম্পা মাহমুদ ও নারী বাতায়নের সভাপতি ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আনজুম জনী।

গত বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে তারা করোনার টিকা গ্রহণের পর শহরবাসীর নারীদের উদ্দেশে এ আহবান জানান।

নারীনেত্রী এম শম্পা মাহমুদ বলেন, এতো বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম এবং মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এটিই প্রমাণিত হয়, সকল অপপ্রচারকে পেছনে ফেলে প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের মানুষকে সুরক্ষা দেয়ার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেটি অত্যন্ত সফল।

সাফিনা আনজুম জনী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষকে সুরক্ষার জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে করোনার টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই টিকার ব্যাপারে ভয়ের কোনও কারণ নেই। তাই কোনও ধরণের গুজবে কান না দিয়ে নিজে টিকা গ্রহণ করে সবাইকে উৎসাহ প্রদান করতে নারীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, আমার প্রতিষ্ঠানে প্রায় দুইশ কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করে। তাদের সকলের আগে আমি নিজে করোনার ভ্যাকসিন গ্রহণ করে সকলকে করোনার ভ্যাকসিন নিতে উৎসাহ প্রদান করেছি। এভাবেই আমরা চাই নারীরাও এই করোনার ভ্যাকসিন নিতে এগিয়ে আসুক।

পেঁয়াজ চাষে ব্যাস্ত কুষ্টিয়ার কৃষকরা

কুষ্টিয়ায় পেঁয়াজ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছে চাষীরা। পেয়াঁজের দতাম বাড়ায় এবার অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দিয়ে জমিতে যত্ম সহকারে চাষে ব্যতিব্যস্ত জেলার বিভিন্ন উপজেলার চাষীরা।

তবে দেশীয় পেয়াজ এর চেয়ে হাইব্রিড জাতের কিং পেঁয়াজ বেশী লাগানো হচ্ছে। চাষীরা বলছেন অল্প খরছে ভালো ফলন হওয়ায় এই হাইব্রিড জাতের কিং পেঁয়াজ লাগানো হচ্ছে।

সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের কৃষক আব্দুস সামাদ বলেন, গতবছর আমি ১০ কাঠা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলাম। কিন্তু পেয়াজের দাম না পেলেও এ বছরে পেঁয়াজের অনেক দাম থাকায় এবারে ৩বিঘা জমিতে পেঁয়াজ লাগাচ্ছি। শ্রমিক ঠিকমতো না পাওয়ায় নারী শ্রমিকদের দিয়েও পেঁয়াজ লাগাচ্ছি।

কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম এলাকার আতিয়ার রহমান জানান, এবারে পেয়াজ চাষে খরচ বাড়বে অনেক।কারন গতবার ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ কিনেছিলাম সাড়ে ৩ হাজার টাকায় এবার সেই পেঁয়াজ বীজ কিনতে হয়েছে সাড়ে ১০ হাজার টাকায়।আবার যদি ভালো দাম না পায় তাহলে লোকসান গুনতে হবে।

সদর উপজেলার পার মৃত্তিকাপাড়া এলাকার কৃষক আব্দুল বারী জানান, আমরা চাষী মানুষ। শুধু ধান চাষ করলেই হবে না। এবার পেঁয়াজের দাম ভালো হয়েছে। তাই এবারে একটু বেশি করে পেঁয়াজ চাষ করেছি। যদিওবা প্রতিবছরই পেয়াজের চাষ করা লাগে। তবে দাম বেশি থাকার কারনে এবার বেশি পরিমানে আবাদ করেছি।

অন্যদিকে পেঁয়াজের চাষ বেশী হওয়ায় পুরুষের পাশাপাশি নারী সহ ছাত্রছাত্রীরাও পেঁয়াজ লাগানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করেছেন।

কুষ্টিয়া শহরতলীর মোল্লাতেঘরিয়ার মাঠ সবাই দল বেধে একটি লাইনে একসাথে পেঁয়াজের জমিতে বসে পেঁয়াজের চারা রোপন করছেন। এবার পেঁয়াজের দাম মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় কুষ্টিয়ায় পেঁয়াজ চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে চাষীরদের। অন্য সব ফসলের পাশাপাশি পেঁয়াজ চাষের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন চাষীরা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন,

কুষ্টিয়া জেলার ৬টি উপজেলায় পেঁয়াজ চাষের লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার ৪শ ৪০ হেক্টর। এর মধ্যেই কুমারখালী ৫ হাজার ২০ হেক্টর, দৌলতপুরে ২ হাজার ৪শ ২৫হেক্টর, মিরপুরে শে হেক্টর, ভেড়ামারায় ২শ ৪০হেক্টর, সদর ১হাজার ৬০৫ হেক্টর ও খোকসায় ২ হাজার ৭৫০ হেক্টর জমিতে পেয়াজের চাষ হয়েছে। আগামী মার্চ এপ্রিল দিকে উঠবে পেয়াজ। গতবারের চেয়ে এবার বেশি জমিতে পেয়াজের আবাদ হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এজন্য চাষীদের উদ্বুদ্ধের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের যে পাঁচটি জেলায় পিঁয়াজের বেশি উৎপাদন হয় তার মধ্যে কুষ্টিয়া একটি। আবহাওয়া ভালো থাকলে এবার কুষ্টিয়ার পেঁয়াজ দিয়ে দেশের বড় একটি চাহিদা মেটানো যাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ঠরা।

বাম্পার ফলন ও ভাল দামের আশায় এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে চারা রোপণ হয়েছে।